তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ধর্ষনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'দুই আঙ্গুলী পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' বৈধতার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ

আজ ১৬ আগস্ট, ২০১৬ মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর এবং বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ধর্ষনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে **'দুই আঙ্গুলী পরীক্ষা'** বা **'টু ফিঙ্গার টেস্ট'** বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত মতামত মহামান্য হাইকোর্টে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে লিখিত আকারে প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আজ আদালত ঢাকা মেডিকেলের প্রাক্তন ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডাঃ হাবিবুজ্জামান চৌধুরী, ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইল ল্যাবরেটরি প্রধান শরিফ আখতারুজ্জামান, মীরপুর ডেলটা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জাহিদ করিম আহমেদ, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ গুলশান আরা আক্তার, ইন্দো প্যাসিফিক এসোসিয়েশন অব ল, মেডিসিন এন্ড সাইন্স এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ মুজাহিরুল হক এর কাছ থেকে দুই আাঙ্গুলী পরীক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করেন ।

গত ৭ আগস্ট ২০১৬ আদালত একটি আদেশের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে শুনানীর প্রয়োজনে এই বিশেষজ্ঞদেরকে আদালতে উপস্থিতি ও তাদের মূল্যবান মতামত প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য গত ৮ অক্টোবর ২০১৩ ইং তারিখ মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও নারীপক্ষ এবং দুই জন গবেষক ধর্ষনের শিকার নারী ও মেয়ে শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রে 'দুই আঙ্গুলী পরীক্ষা' বা 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' পরীক্ষার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থে একটি রিট দায়ের (রিট পিটিশন নং ১০৬৬৩/২০১৩) করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ, মামলাটির প্রাথমিক শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দার ও বিচারপতি খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ধর্ষণ মামলার ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর ডাক্তারী পরীক্ষা হিসেবে 'টু ফিঙ্গার টেস্ট' কেন আইন বহির্ভূত এবং অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য রুল জারি করেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন সারা হোসেন, এডভোকেট মাসুদা রেহানা এবং এডভোকেট শারমিন আক্তার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এ এস এম নাজমুল হক।

বার্তা প্রেরক:
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ফোন: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:
শারমিন আক্তার [ফোন: ০১৯৫৫২৮৪০৯৪ ইমেইল: sharmin1@blast.org.bd]